৪ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ৩ মে ২০০২/২১ বৈশাখ ১৪০৯

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতি ঘটছে। সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য সংসদে দ্রুত বিচার আইন প্রণয়ন করেছে। দ্রুত বিচার আইনে পুলিশকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যে পুলিশ জামালের মতো একজন মেধাবী ছাত্রকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাদের কাছে জনগণ কিভাবে যথার্থ জীবনের নিরাপত্তা পাবে। দ্রুত বিচার আইনে সঠিক বিচার পাবে। গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার জামালের মৃত্যু রুবেল ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি।

জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয় রাজনৈতিক দল। অথচ ক্ষমতায় এসে তারা জনগণের কথা ভুলে যায়। জনগণের ওপর নির্ভর করতে পারে না। তারা নির্ভর করে পুলিশের ওপর। যে পুলিশ এদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী। গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেয় পুলিশের প্রতাপ। সে জনগণকে তুচ্ছ মনে করে।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার থানার জামাল মায়ের সঙ্গে ২০ এপ্রিল রাতে ঘুমাচ্ছিলো। হঠাৎ পুলিশ এসে দরজায় নক করে। দরজা খুলতেই থানার ওসিসহ একদল পুলিশ ঢুকে পড়ে জামালদের ঘরে। পুলিশের পায়ের শব্দে জেগে ওঠে জামাল। পুলিশ জামালকে টেনে হেঁচড়ে নামায় বিছানা থেকে। তারপর থানায় নিয়ে যাবার জন্য রওনা হয়। ক্রন্দনরত জামালের মাকে পুলিশ বলে একটু পরে ছেড়ে দিচ্ছি। একটু পর আর হলো না। জামাল জীবিত অবস্থায় ফিরে এলো না। জামালের লাশ পাওয়া গেলো শীতলক্ষ্যা নদীতে। এসএসসি'তে স্টার মার্ক প্রাপ্ত জামাল শীতলক্ষ্যা নদীতে সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অথচ পুলিশ প্রচার চালালো থানা থেকে জামাল পালিয়ে গিয়ে শীতলক্ষ্যা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। নদীতে ডুবে সে মারা গেছে। পুলিশের এই মিথ্যাচার কাপাসিয়ার জনগণ কেউ বিশ্বাস করেনি।

এদেশের পুলিশের অনৈতিক কাজের কাব্যমালা যেন শেষ নেই। মনগড়া পাতানো মামলা, উৎকোচ গ্রহণ ও জনগণকে হয়রানি পুলিশের রুটিং ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। ধর্ষণ করে সে কখনও পত্রিকার পাতায় আসছে। রুবেলের মার কান্না পুলিশের কানে পৌঁছে না। পুলিশের কারণে বার বার জামালদের রুবেলের পরিণতি বরণ করতে হয়।

দেশে এখন একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জোট ক্ষমতায়। নির্বাচনের পূর্বে জোটনেত্রী জনগণকে ন্যায় বিচার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ জামাল ট্রাজেডিতে নীরব জোটের নেতারা। থানা কর্মকর্তাদের দায়সারা বদলি করেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খালাস। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি হয়েছে। হয়তো তদন্ত কমিটি নতুন তত্ত্ব দিয়ে জনগণকে চমকে দেবে। এ তত্ত্ব অপরাধী পুলিশদের মুক্ত করবে। জামালের মায়ের ছেলে হারানো ব্যথা আরো জেগে উঠবে।

জনগণ চায় জামাল হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত। রুবেল হত্যার পর জোটনেত্রী বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন। হয়তো এখনও তিনি তার সেই দাবি ভুলে যাননি। জামাল হত্যার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠেছে। এ দেশে ভুক্তভোগী জনগণ আর রুবেল জামালের এমনি নির্মম মৃত্যু দেখতে চায় না। চায় অপরাধী পুলিশের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।